Sanatan Dharma

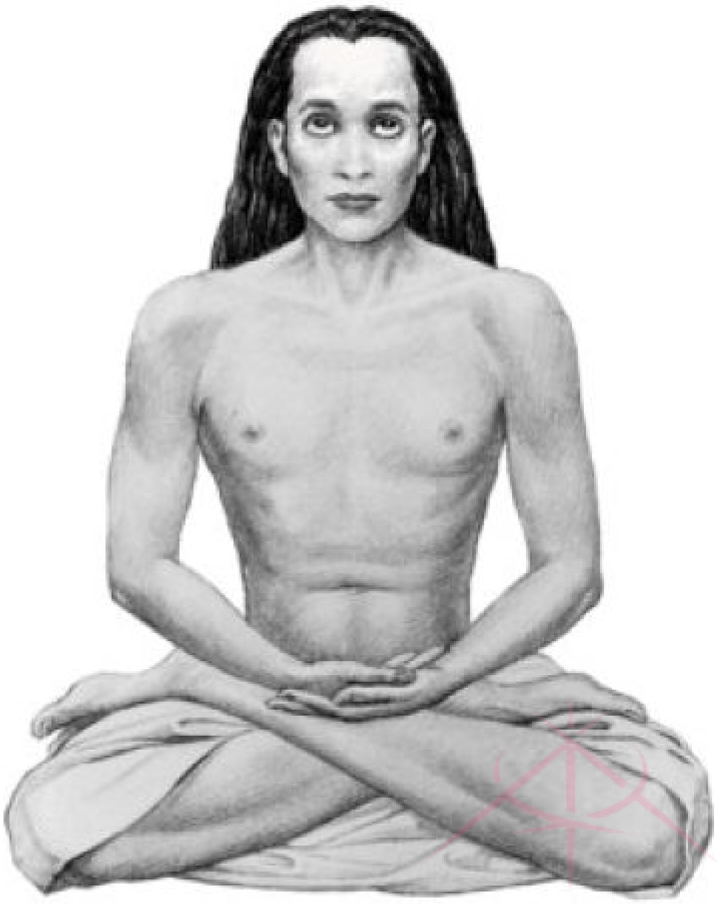

মহাবতার বাবাজি মহারাজ

মহাবতার বাবাজি মহারাজ একজন কিংবদন্তি যোগী যিনি হিমালয়ে বসবাস করেন বলে মনে করা হয়। তিনি ক্রিয়াযোগ-এর প্রতিষ্ঠাতা ।

মহাবতার বাবাজী - দেহহীন যোগী | মহাবতার বাবাজি মহারাজ যুগ যুগ ধরে অমর এবং চির তরুণ। কখনও কখনও তিনি নিরাকার, আবার কখনও কখনও তিনি তাঁর শিষ্যদের সামনে মানবজাতিকে তার পার্থিব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য যে কোনও রূপে আবির্ভূত হন।

সময় তাঁর জন্ম, পরিচয় এবং জীবন সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আদিম, মহাকাল এবং অমর, সময় ও স্থানের সীমানায় বন্দী নন। তিনি সকল সন্ত ও ঋষিদের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং অতুলনীয়। বিভ্রান্ত, শোকাহত, ভীত, হতাশাগ্রস্ত এবং সন্দেহপ্রবণ মানুষকে নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য তিনি এক সর্ব-করুণাময়, সুন্দর, আলোকিত রূপ ধারণ করেন, তাদেরকে ঈশ্বর-উপলব্ধির রাজপথ দেখান।

Published on: Oct, 12 2022 15:34

বাবাজি মহারাজ হিমালয়ের ঘন বন, গুহা এবং তুষারাবৃত চূড়ায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন, একই সাথে পরম পথে তাদের আন্তরিক সাধকদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

শিষ্যদের দ্রুত মুক্তির দিকে দিব্য পথে পরিচালিত করার জন্য তাঁর অলৌকিক আবির্ভাব এবং অন্তর্ধানের ঐশ্বরিক খেলা।

মহাবতার বাবাজি মহারাজ সম্পর্কে কিছু তথ্য:*****

1. অমর যোগী: --তিনি একজন অমর যোগী হিসেবে পরিচিত, যিনি দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীতে রয়েছেন বলে বিশ্বাস করা হয়।

2. ক্রিয়া যোগের প্রতিষ্ঠাতা:---তিনি ক্রিয়া যোগ নামক একটি প্রাচীন যোগ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা।

3. গুরু:--তিনি লাহিড়ী মহাশয় সহ অনেক বিখ্যাত যোগীকে শিক্ষা দিয়েছেন। রানিখেতের কাছে অবস্থিত বাবাজি লাহিড়ী মহাশয়ের সাথে যে গুহায় দেখা করেছিলেন, তা এখন ভারতে একটি পর্যটন আকর্ষণ এবং তীর্থস্থান। তিনি লাহিড়ী মহাশয়কে ক্রিয়াযোগের মুক্তিদায়ক এবং পবিত্র কৌশলে দীক্ষিত করেছিলেন। মহাবতার বাবাজির অসীম ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা, লাহিড়ী মহাশয় ঈশ্বর-উপলব্ধির গভীরতম স্তরে, নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় প্রবেশ করেছিলেন।

4. রহস্যময় ব্যক্তিত্ব:--তাঁর জীবন এবং ইতিহাস সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না, যা তাঁকে আরও রহস্যময় করে তোলে।

5. বিভিন্ন নামে পরিচিত:--তাকে মহামুনি, ত্র্যম্বক বাবা, শিব বাবা এবং বদুয়া বাবা নামেও ডাকা হয়।

6. ঐতিহাসিক প্রমাণ:--তার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব- তিনি আধ্যাত্মিক জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

7. শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতা:--কেউ কেউ বলেন যে তিনি 64টি সিদ্ধি(অলৌকিক ক্ষমতা) অধিকারী।

8. আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক:--তিনি তাঁর শিষ্যদের আধ্যাত্মিক পথ দেখিয়েছেন এবং তাঁদের আত্ম-উপলব্ধির পথে পরিচালিত করছেন।

মহাবতার বাবাজি মহারাজ একজন গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, যিনি আজও অনেকের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।

বাবাজি মহারাজ হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ের ধারে একজন আমেরিকান ভক্তের প্রেমে এবং দৃঢ়তার গভীরতা পরীক্ষা করেছিলেন, যিনি তাকে খুঁজছিলেন। বাবাজি মহারাজের দিকে তাকিয়ে ভক্তের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তার মুখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। ভক্ত বাবাজি মহারাজকে তাঁর শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। বাবাজি মহারাজ কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জানালেন, এবং আমেরিকান ভক্ত

হঠাৎ পাহাড় থেকে নীচের একটি পাথুরে খাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাবাজি মহারাজ তাঁর শিষ্যদের মৃতদেহটি সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন। বাবাজির ঐশ্বরিক স্পর্শে, আমেরিকান ভক্তটি আবার জীবিত হয়ে উঠলেন এবং বাবাজি মহারাজের শিষ্য হওয়ার বিরল সুযোগ লাভ করলেন।

লাহিড়ী মহাশয়, বাবাজি মহারাজ এবং তাঁর বোন মাতাজি, দশাহমেধ স্নানঘাটের আলোর ঝলকানি থেকে রামগোপালের কাছে আবির্ভূত হন, যাকে তাঁর গুরু লাহিড়ী মহাশয় সেখানে যেতে বলেছিলেন। বাবাজি মহারাজ যখন দেহত্যাগ করতে চাইলেন, তখন তাঁর বোন মাতাজি বললেন, “যেহেতু ব্রহ্মায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং অমর রূপের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, তাই আমার সামনে প্রতিজ্ঞা করো যে সমগ্র মানব জাতির মুক্তির জন্য তুমি কখনও তোমার দেহরূপ ত্যাগ করবে না।” তাঁর মহান করুণার প্রতীক হিসেবে, তাঁর প্রার্থনা শুনে, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এটহি হবে।

দেবভূমি হিমালয়ে চিরঅমর-চিরযুবা মহাবতার বাবাজি মহারাজ লোক কল্যাণ হেতু বিচরণ করছেন। মহাবতার বাবাজি মহারাজ কখনো বৈদিক অনুশাসন ত্যাগ করেন না এবং যারা শরীর -মন - বাক্য দ্বারা আন্তরিক ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালন করেন তাদেরকেও তিনি ত্যাগ করেন না কিন্তু যারা যারা শরীর -মন - বাক্য দ্বারা আন্তরিক ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালন করেন না তাদেরকে তিনি কখনো গ্রহণ করেন না।। এই সত্য কে জেনে প্রত্যেকের শরীর -মন - বাক্য দ্বারা আন্তরিক ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালন করা উচিত মুক্তির মার্গকে পাবার জন্য।

কিংবদন্তি আছে যে বদ্রীনাথের কাছাকাছি কোথাও মহাবতার বাবাজি মহারাজ এর - অনন্ত মৃত্যুহীন মহাগুরুর অবস্থান রয়েছে। বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাভালজির বদ্রীনাথ মন্দিরে একটি খুব পুরানো অঙ্কন আছে। রাভালজি একটি পেন্সিল বা ওই ধরণের কিছু দিয়ে দিয়ে একটি ছবি আঁকেন। কথিত আছে যে এই ছবিটি আঁকার পর তিনি হিমালয়ের নির্জন দিকে গিয়েছিলেন, আর কখনো ফিরে আসেননি। এই পেন্সিল ছবিটি তারিখহীন এবং বলা হয় যে এটি অনেক পুরানো। এটা আসল আঁকা ছবি এবং এটি মহাবতার বাবাজি মহারাজ এর প্রথম ছবি।

মহাবতার বাবাজি এবং বদ্রীনাথ মন্দিরে 6000 বছরের পুরনো মূর্তি।
কিংবদন্তি অনুসারে, বদ্রীনাথের কাছাকাছি কোথাও মহাবতার বাবাজি - চিরন্তন অমর প্রভু - আছেন ।

রাওয়ালজির (বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত) কাছে বদ্রীনাথ মন্দিরের মূর্তির একটি খুব পুরনো অঙ্কন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে রাওয়ালজির দ্বারা পেন্সিল স্কেচ হিসেবে আঁকা হয়েছিল। বলা হয় যে এই স্কেচটি আঁকার পর তিনি হিমালয়ে চলে যান, আর কখনও ফিরে আসেননি। এই পেন্সিল স্কেচটির তারিখ নেই এবং এটি অনেক পুরনো বলে জানা গেছে।

রাভালজির বদ্রীনাথ মন্দিরে মহাবতার বাবাজি মহারাজের একটি খুব পুরানো অঙ্কন আছে বলে জানা যায়। এই মন্দিরটি বদ্রীনাথের কাছে অবস্থিত এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে বাবাজি মহারাজের একটি চিত্রকর্ম সংরক্ষিত আছে।
রাভালজি: এটি বদ্রীনাথের কাছে একটি ছোট গ্রাম বা এলাকা।

মহাবতার বাবাজি: তিনি একজন মহান যোগী এবং গুরু, যিনি ক্রিয়া যোগের প্রচারের জন্য পরিচিত।
অঙ্কনটি: মন্দিরে বাবাজি মহারাজের যে চিত্রকর্মটি আছে, সেটি সম্ভবত একটি পুরানো এবং ঐতিহাসিক চিত্র।

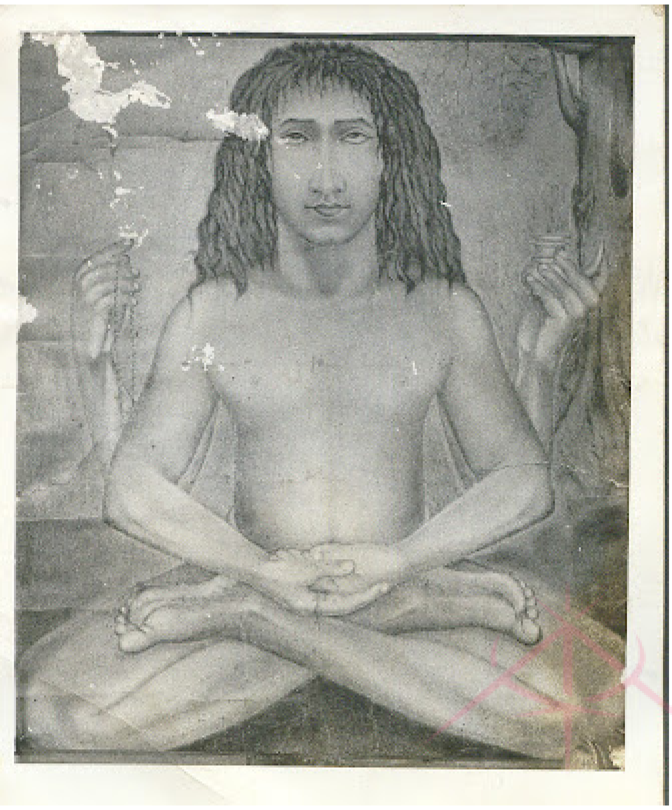

Published on: Oct, 12 2022 15:34